ओ३म्

বেদ মন্ত্রে ঈশ্বর উপাসনার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

জ্যোতি প্রামানিক

স্বাধ্যায় প্রকাশনী
বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদ মন্ত্রে ঈশ্বর উপাসনার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

রচনা

জ্যোতি প্রামানিক

স্বাধ্যায় প্রকাশনী , বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদ মন্ত্রে ঈশ্বর উপাসনার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

জ্যোতি প্রামানিক

প্রথম প্রকাশ: ১৪ই এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

- ফেসবুক গ্রুপ https://www.facebook.com/groups/agniveerbangladesh
- ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/BangladeshAgniveerOfficial
- বিকল্প ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/bdagniveer.express
- ইউটিউব চ্যানেল https://m.youtube.com/c/BangladeshAgniveerOfficial
- টুইটার একাউন্ট www.twitter.com/bdagniveer
- ইন্সট্রাগ্রাম একাউন্ট https://instagram.com/bangladeshagniveer
- ওয়েবসাইট https://www.agniveerbangla.org
- ব্লগ http://back2thevedas.blogspot.com
- আর্ষ পরম্পরা ব্লগ https://arsa-parampara.blogspot.com
- টেলিগ্রাম https://t.me/agniveerbd
- টেলিগ্রাম গ্রুপ https://t.me/+l1zndqvyu2JiMThl
- ই-মেইল bangladeshagniveer@gmail.com

সূচিপত্র

শাস্ত্র না মেনে স্বেচ্ছাচার করা যাবে কি ?
শাস্ত্র কী ও কাকে বলে ?

প্রশ্নঃ অনেকেই বলে থাকেন ' আত্মায় যা চায় তাই করো ', ' পুরোনো বইতে কী আছে না আছে ঈশ্বর ওসব দেখেন না ', ' তোমার কাজ কেন গ্রন্থ দিয়ে সীমারেখায় আবদ্ধ করা হবে ', ' অমুক ব্যক্তি সিদ্ধপুরুষ, শত কোটি মানুষ মানে তাই শাস্ত্রবিরোধী হলেও তার বক্তব্য সত্য/স্বীকার্য ' ইত্যাদি । আমাদের কাজে বা সনাতন ধর্মে কী তাহলে শাস্ত্রের কোন আবশ্যকতা নেই ?

উত্তরঃ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । সনাতন আর্য পরম্পরা বিচ্ছেদ ও বিকৃতিকরণের ফলে অনেকেই আমরা কুসংস্কার, দ্বিচারিতা কিংবা ভ্রান্তিকেই শাস্ত্রের স্বরূপ বলে মনে করি । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী তাই ? আমাদের সনাতন ধর্মালম্বীদের বিধিবিহিত প্রতিটি সংস্কার ও সিদ্ধান্ত হবে শাস্ত্রের অনুকূলে । হ্যাঁ এটি অবশ্যই সত্য যে অন্যাদি মতবাদের মত সনাতন ধর্ম অনন্তকাল নরকে পোড়ানোর ভীতি প্রদর্শন করে না । কিন্তু তার তাৎপর্য এটিও নয় যে আমাদের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক আচার-বিচারে শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে ব্যক্তিমতকেই আমরা প্রাধান্য দেবো ।

- **শাস্ত্র কী ?**

শাস্ত্র- শাস্ত্রং [শিষ্যতেঽনেন শাস্-ষ্ট্রন্] 1 An order, a command, rule, precept.
--2 A sacred precept or rule, scriptural injunction.
--3 A religious or sacred treatise, sacred book, scripture; see comps. below.
--4 Any department of knowledge, science; ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং Bg. 15. 20; শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ R. 1. 19; often at the end of comp. after the word denoting the subject, or applied collectively to the whole body of teaching on that subject; বেদান্তশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র &c.

অভ্যঙ্করব্যাকরণকোশঃ

শাস্ত্রscientific treatment of a subject; a system of thoughts giving a scientific treatment of any subject. The word is applied to the rules of Panini and sometimes to an individual rule; cf. শাস্ত্রবাধ or অশাস্ত্রবাধ or বিপ্রতিষেধশাস্ত্র,frequently used by the commentators; cf. ন হি সন্দেহাদলক্ষণং শাস্ত্রামিত্যর্থঃ Nagesa's Par. Sek. on Pari. 1; cf. পদান্তাদিষ্বেব বিকারশাস্ত্রম্ R.Pr.II.2.

শব্দকল্পদ্রুমঃ

শাস্ত্রশাস্ত্রং, ক্লী, (শিষ্যতে অনেন । শাস + "সর্ব্ব-ধাতুভ্যষ্ট্রন্ ।" উণা০ ৪ । ১৫৮ । ইতি ষ্ট্রন্ ।) নিদেশঃ । গ্রন্থঃ । ইত্যমরঃ ॥ স চ গ্রন্থঃ অষ্টাদশবিধঃ । তস্য বিবরণং বিদ্যাশব্দে দ্রষ্টব্যম্ ॥

বাচস্পত্যম্

শাস্ত্রশাস্ত্র ন০ শিষ্যতেঽনেন শাস

--ষ্ট্রৎ । ১ হিতামুশাসনে গ্রন্থে শাস্ত্রং চ বেদমূলকং সদ্ভিরাদরণীয়ং নান্যৎ যথোক্তং "অতো বেদবিরুদ্ধার্থশাস্ত্রোক্তং কর্ম সন্ত্যজেৎ । স্ববুদ্ধি-রচিতৈঃ শাস্ত্রৈ । প্রতার্য্যেহ চ ব্রালিশান্ । বিঘ্নন্তি শ্রে-যসো মার্গং লোকনাশায় কেবলম্ । নিন্দন্তি দেবতা বেদাংস্তপো নিন্দন্তি সদ্দ্বিজান্ । তেন তে নিরয়ং যান্তি হ্যসচ্ছাস্ত্রনিষেবণাৎ । শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম শাশ্বতম্ । স্বং স্বং ধর্মং প্রয়ত্নেন শ্রেয়োঽর্থীহ সমা-চরেৎ । স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ । তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্তবিশতিম্" পদ্মপু০ ১৭ অ০ । "পুরাণং ভারতং বেদধর্মশাস্ত্রাণি যানি চ । আয়ুষঃ ক্ষপণায়ৈব ধর্মতশ্চেন্ন চাচরেৎ । পুত্র-দারাদিসংসারঃ পুংসাং সংমূঢ়চেতসাম্ । বিদুষাং শাস্ত্র-সম্ভারঃ সদ্যোগাভ্যাসবিঘ্নকৃৎ । ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়ং যঃ সর্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি । অপি বর্ষশতেনাপি শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছতি । বিজ্ঞায়াক্ষরতন্মাত্রং জীবিতুঞ্চাপি সঞ্চলন্ । বিহায় শাস্ত্রজালানি পারলৌকিকমাচ-রেৎ । পণ্ডিতোঽপি হি মূর্খোঽসৌ শক্তিযুক্তোঽপ্যশ-ক্তিকঃ । যঃ সংসারান্ন চাত্মানং সমুত্তারয়িতুং ক্ষমাঃ" বহ্নিপু০ । তামসশব্দে ৩২৭১ পৃ০ দৃশ্যম্ । "বহুশাস্ত্রালোকনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ" সাঙ্খ্যপ্র০ সূ০

আহার-বিহার-মৈথুন পশুও করে । তবে মানবের মানবত্ব কোথায় ? তার শৃঙ্খলা, মননশীলতা, নৈতিকতা বোধ তৈরী করে শাস্ত্র । কখনোই কেবলমাত্র স্বীয় সিদ্ধান্ত সর্বজনীন নৈতিকতার প্রতিভূ হতে পারে না । উদাহরণস্বরূপ একজনের নিকট যা গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য অন্যজনের নিকট তা নিতান্ত নগণ্য হতেই পারে । এজন্যই রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় সংবিধান ও ধারা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে । একইভাবে পরমেশ্বর যেহেতু কালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয় তাই তার প্রদত্ত জ্ঞান ও বিধানও সর্বজনীন ও সর্বকালীন । অতএব ধর্মীয় সিদ্ধান্তে অবশ্যই আমাদের শাস্ত্র মেনে চলতেই হবে । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন -

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥১৬- ২৩॥

অনুবাদঃ যে মানুষ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে কামনার বশীভূত হয়ে কর্ম করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না; পরমগতিও প্রাপ্ত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

যঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রং বেদঃ তস্য বিধিং কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যম্ উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা বর্ততে কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্? ন সঃ সিদ্ধিং পুরুষার্থয়োগ্যতাম্ অবাপ্নোতি? ন অপি অস্মিন্ লোকে সুখং ন অপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা॥

রামানুজভাষ্যম্

শাস্ত্রং বেদাঃ বিধিঃ অনুশাসনম্ বেদাখ্যং মদনুশাসনম্ উৎসৃজ্য যঃ কামকারতো বর্ততে স্বচ্ছন্দানুগণমার্গেণ বর্ততে? ন স সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি? ন কাম্ অপি আমুষ্মিকীং সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি। ন সুখং ঐহিকম্ অপি কিঞ্চিদ্ অবাপ্নোতি। ন পরাং গতিম্ কুতঃ পরাং গতিং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ।

শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যা

কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্মাচরণং বিনা ন ভবতীত্যাহ -- য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্মমুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো যথেচ্ছং বর্ততে স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি। নচ সুখমুপশমং নচ পরাং গতিং মুক্তিং প্রাপ্নোতি।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥১৬- ২৪॥

অনুবাদঃ সেইজন্য এই কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ হোক। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ জেনে এই সংসারে কর্ম করা উচিৎ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞানসাধনং তে তব কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ কর্তব্যাকর্তব্যব্যবস্থায়াম্। অতঃ জ্ঞাত্বা বুদ্ধা শাস্ত্রবিধানোক্তং বিধিঃ বিধানং শাস্ত্রেণ বিধানং শাস্ত্রবিধানম্ কুর্যাৎ? ন কুর্যাৎ ইত্যেবংলক্ষণম্? তেন উক্তং স্বকর্ম যৎ তৎ কর্তুম্ ইহ অর্হসি? ইহ ইতি কর্মাধিকারভূমিপ্রদর্শনার্থম্ ইতি॥ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য,শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যেষোডশোঽধ্যায়ঃ॥

রামানুজভাষ্যম্

তস্মাৎ কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ উপাদেয়ানুপাদেয়ব্যবস্থায়াং শাস্ত্রম্ এব তব প্রমাণম্। ধর্মশাস্ত্রেতিহাসপুরাণাদ্যুপবৃংহিতা বেদা যদ্ এব পুরুষোত্তমাখ্যং পরং তত্ত্বং তৎপ্রীণনরূপং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতং চ কর্ম অববোধয়ন্তি তৎ শাস্ত্রবিধানোক্তং তত্ত্বং কর্ম চ জ্ঞাত্বা যথাবদ্ অন্যূনাতিরিক্তং বিজ্ঞায় কর্তুং ত্বং অর্হসি তদ্ এব উপাদাতুম্ অর্হসি।

শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যা

ফলিতমাহ -- তস্মাদিতি। ইদং কার্যমিদমকার্যমিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্মাধিকারে বর্তমানো যথাঽধিকারং কর্ম কর্তুমর্হসি।,তন্মূলত্বাৎসত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ।

শুধু তাই নয় , শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে ভগবান বলেছেন -

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭।১৩

অর্থ: শাস্ত্রবিধিহীন, অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণারহিত, শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক বলা হয়।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭।২৪

অর্থ: সেইজন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণকারী মানুষেরা সর্বদা "ওতম্ " উচ্চারণ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা আরম্ভ করেন।

অর্থাৎ সমস্ত ভাষ্যকারগণ এখানে শাস্ত্র বলতে বেদশাস্ত্রকেই বুঝিয়েছেন । প্রসঙ্গতঃ নানা পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি বলে থাকেন বেদ বলতে চতুর্বেদকে নির্দেশ করা হয়নি, বরং জ্ঞানমাত্রেই এখানে উপলক্ষ্য । তাদের ভ্রমনিবারণের নিমিত্তে এই নিবন্ধটি অধ্যয়নের পরামর্শ প্রদান করা হলো - https://back2thevedas.blogspot.com/2022/02/blog-post.html

- **বেদ ঈশ্বরোক্ত -** https://back2thevedas.blogspot.com/2019/05/blog-post_22.html , https://back2thevedas.blogspot.com/2017/12/blog-post_13.html

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।

[মুণ্ডক উপনিষদ ২।১।৪]

= এই পরমাত্মার অগ্নি মস্তক, চন্দ্র এবং সূর্য চক্ষু, দিশা শ্রোত্র, প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদাদি তাঁর বাণী।

তস্মাদৃচঃ সাম য়জূংষি দীক্ষা য়জ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।

[মুণ্ডক উপনিষদ ২।১।৬]

= সেই পূর্ণ পরমাত্মা থেকে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, উপনয়নাদি সংস্কার এবং সকল অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞরূপ কর্ম, অশ্বমেধাদি সকল যজ্ঞ, শ্রদ্ধাপূর্বক দান এবং মুহূর্তাদি সকল কাল এবং যজ্ঞকর্তা যজমান এবং সকল ইন্দ্রিয়ের গোলক এবং যেখানে চন্দ্রমা পবিত্র বা প্রকাশিত হয়, যেখানে সূর্য প্রকাশিত হয়, এই সমস্ত লোক উৎপন্ন হয়েছে।

- **বেদ সর্ববিদ্যার স্রোত** - https://back2thevedas.blogspot.com/2016/07/blog-post_19.html

পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।

অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥

মনুস্মৃতি ১২।৯৪

= পিতৃ এবং পালক পিতৃ আদি বিদ্বান এবং অন্যান্য মনুষ্যদের জন্য বেদ সনাতন চক্ষু = পথপ্রদর্শক একে কোনো পুরুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এজন্য অপৌরুষেয় তথা অনন্ত সত্য বিদ্যা দ্বারা যুক্ত এই বেদ নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত।

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।

ভূতং ভব্যদ্ভবিষ্যঞ্চ সর্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি ॥

মনুস্মৃতি ১২।৯৭

= ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণ এবং এর ব্যবস্থা পৃথিবী, আকাশ এবং দ্যুলোক অর্থাৎ সমস্ত ভূমণ্ডল গ্রহ আদি, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের পৃথক পৃথক বিধান এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং কালের বিদ্যা সব বেদ দ্বারা প্রসিদ্ধ প্রকাশ এবং জ্ঞান অর্থাৎ এই সব ব্যবস্থা এবং বিদ্যার জ্ঞান বেদ দ্বারাই হয়।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।

বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতির্গুণকর্মতঃ ॥

মনুস্মৃতি ১২।৯৮

= শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং পঞ্চম গন্ধ এই উৎপত্তি, গুণ এবং কর্মের জ্ঞানরূপ বেদ দ্বারা প্রসিদ্ধ= বিজ্ঞাত অর্থাৎ এই তত্তশক্তির উৎপত্তিবাসর গুণের জ্ঞান, ইহার উপযোগীর জ্ঞান, ইহার উপযোগীর জ্ঞান এবং উৎপন্ন সমস্ত জড় চেতন সংসারের জ্ঞান বিজ্ঞান বেদ দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

- **বেদই একমাত্র সংবিধান**

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥

[মনুস্মৃতি ২।১৩]

অর্থাৎ যে ধর্মের বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চায় তার জন্য বেদই মূখ্য প্রমাণ।

য়ঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ [গীতা ১৬।২৩]

= যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না ও পরম গতি প্রাপ্ত হয় না,

ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ [গীতা ৩।১৫] = বেদ স্বয়ং ঈশ্বর হতে প্রকাশিত।

"শ্রুতিবিরোধান্নকুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ।" [সাংখ্য দর্শন ৬।৩৪]

= বেদবিরোধী কুতর্কে আসক্তিযুক্ত পুরুষের আত্মতত্ত্ব লাভ হতে পারে না।

"ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ।" [সাংখ্য দর্শন ৫।৪৬]

= বেদের কর্তা কোনো মানব নয়।

" নিজশক্ত্যাভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রমাণ্যম্।" [সাংখ্য দর্শন ৫।৫১]

= ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তি বেদরূপে প্রকাশিত বলে বেদ স্বতঃপ্রমাণ।

ব্রহ্মসূত্রে **"শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ" [ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩]** তে তথা **"অতএব চ নিত্যত্বম্"[ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৯]** ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পরমেশ্বরকে ঋগ্বেদাদি রূপ সর্ব জ্ঞানের কর্তা মেনে বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে মহামুনি কণাদ বলেছেন

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" [বৈশেষিক দর্শন ১।১।৩]

= বেদ ঈশ্বরোক্ত বলেই তাতে সত্য বিদ্যা ও পক্ষপাত রহিত ধর্মের প্রতিপাদন আছে, অতএব বেদ চতুষ্টয়কে নিত্য হিসেবে স্বীকার করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য, কারণ যখন ঈশ্বর নিত্য, তখন তাঁর নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বেদও অবশ্যই নিত্য হবে, এতে সন্দেহ নাই।

- **শাস্ত্রাদির বিরোধে বেদই সর্বোচ্চ প্রমাণ** -

য়া বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো য়াশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।

সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥

[মনুস্মৃতি ১২।৯৫]

= বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ যে সব স্মৃতি আছে এবং যে সব শাস্ত্র কুদৃষ্টিমূলক অর্থাৎ অসৎ-তর্কযুক্ত মতবাদসমূহ যে শাস্ত্রে আছে, সেগুলি সব শেষ পর্যন্ত একেবারে নিষ্ফল অর্থাৎ বৃথা বা অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতিভাত হয় এবং সেগুলি তমোনিষ্ঠ বলে স্মৃত হয়ে থাকে।

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ য়ান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।

তান্যর্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥

[মনুস্মৃতি ১২।৯৬]

= এই বেদ ছাড়া আর যত কিছু শাস্ত্র আছে অর্থাৎ যেগুলি মানব রচিত সেগুলি কালক্রমে উৎপন্ন হয় এবং বিনাশও প্রাপ্ত হয়। সেগুলি সব অর্বাচীনকালীন; এজন্য সেগুলি সব নিষ্ফল ও মিথ্যা।

অতঃ সিদ্ধান্ত -

- ১। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ ও বেদানুকূল গ্রন্থ-বচনসমূক পরতঃ প্রমাণ । বিরোধ দর্শনে বেদ সর্বাগ্রে সর্বোচ্চ সর্বমান্য ।
- ২। সনাতন ধর্মের প্রতিটি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত সূত্র [১] অনুযায়ী নির্ণীত হবে । শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত যেখানে স্পষ্ট সেখানে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা কপোলকল্পিত মতামত কখনোউ গ্রহণযোগ্য নয় ।
- ৩। শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম যেই করুক না কেন তা তামসিক, নিষিদ্ধ ও গর্হিত বলে বিবেচিত হবে ।
- ৪। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মতামত সবার থাকা অতীব স্বাভাবিক । কিন্তু ধর্মীয় সিদ্ধান্ত হিসেবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন মতামত গ্রহণীয় নয় ।

সত্যভাব দ্বারা বেদবাণীর মাধ্যমে পরমাত্মার স্তুতি

॥ ঋষিঃ ভরদ্বাজ ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড়্জ ॥

ए꣢ह्यू꣣ षु꣡ ब्रवा꣢꣯णि꣣ ते꣡ऽग्न꣢ इ꣣त्थे꣡त꣢रा꣣ गि꣡रः꣢।

ए꣣भि꣡र्व꣢र्धास꣣ इ꣡न्दु꣢भिः ॥

এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।

এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥[1]

সামবেদ ৭

পদার্থঃ হে **(অগ্নে)** পরমাত্মা ! তুমি **(আ ইহি উ)** আমার হৃদয়-প্রদেশে এসো **['ইকঃ সুঞি' অষ্টা০ ৬।৩।১৩৪]**। আমি **(তে)** তোমার জন্য **(ইত্থা)** সত্য ভাব দ্বারা **['ইত্থেতি সত্যনাম' নিঘ০ ৩।১০]** **(ইতরাঃ**[2]**)** সামান্য-বিলক্ষণ[3] **(গিরঃ)** বেদবাণীর মাধ্যমে **(সু)** উত্তম প্রকারে পূর্ণ মনযোগের সাথে **['সুঞঃ' অষ্টা০ ৮।৩।১০৭]** **(ব্রবাণি)** বলছি অর্থাৎ তোমার স্তুতি করছি। তুমি **(এভিঃ)** আমার দ্বারা সমর্পিত এই **(ইন্দুভিঃ)** ভাবপূর্ণ ভক্তিরস-রূপ সোমরসের মাধ্যমে **['সোমো বা ইন্দুঃ' শত০ ২।২।৩।২৩]** **(বর্ধাসে)** হৃদয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও **['লেটোঽডাটৌ' অষ্টা০ ৩।৪।৯৪]** ॥৭॥

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! তুমি আমার হৃদয় প্রদেশে এসো। আমি তোমার জন্য সত্য ভাব দ্বারা সামান্য-বিলক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ বেদবাণীর মাধ্যমে উত্তম প্রকারে পূর্ণ মনযোগের সাথে বলছি অর্থাৎ তোমার স্তুতি করছি। তুমি আমার দ্বারা সমর্পিত এই ভাবপূর্ণ ভক্তিরস-রূপ সোমরসের মাধ্যমে আমার হৃদয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও ॥৭॥

এই মন্ত্রে ইন্দু শব্দের অর্থ চন্দ্র[4] বাচকও হয়। চাঁদের আকর্ষণের প্রভাবে জলাশয় স্ফীত হয় অর্থাৎ জোয়ার ভাটা হয় এবং চন্দ্রের আলোর প্রভাবে বনস্পতি পুষ্ট হয়। তাই এখানে ইন্দু উপমা হিসেবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে ॥৭॥

ভাবার্থঃ মানব সৃষ্ট বাণীসমূহ সামান্য হয়ে থাকে কিন্তু বেদ বাণীসমূহ পরমেশ্বরকৃত হওয়ার কারণে তা অসাধারণ হয়। বেদবাণীর প্রত্যেক পদ বিবিধ অর্থের প্রকাশক। উপাসকেরা যদি সেই বেদ বাণী দ্বারা পরমাত্মার স্তুতি করে এবং তাঁর প্রতি নিজের ভক্তিরস-রূপ সোমরস প্রবাহিত

করে; তাহলে চাঁদের প্রভাবে যেমন জলাশয়, বনস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, তেমনি সেই ভক্তিরসে তৃপ্ত হয়ে পরমাত্মা সেই উপাসকের হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে উপাসককে কৃতার্থ করেন ॥৭॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৬।১৬।১৬। য়জু০ ২৬।১৩। সাম০ ৭০৫। দয়ানন্দর্ষিণা মন্ত্রোঽয়ম্ ঋগ্বেদভাষ্যে য়জুর্ভাষ্যে চ বিদ্বৎপক্ষে ব্যাখ্যাতঃ।

২. 'ইত্থা সত্যা ইত্যর্থঃ। ইতরা অন্যা অসত্যাঃ' ইতি বি০। 'ইত্থা ইতি নিপাতঃ অমুত্রেত্যর্থে চ বর্ততে। অত্র তু দূরস্য লক্ষণা। দূরে সন্ত্বিতি শেষঃ। ইতরা গিরঃ শত্রূণাং সম্বন্ধিন্যঃ দুষ্কৃতা ইত্যর্থঃ। 'অসূর্য্যো হ বা ইতরা গিরঃ' (ঐত০ ব্রা০ ৩।৪৯) ইতি হৈ্যতরেয়কম্' ইতি ভ০। 'ইত্থা ইত্থম্ অনেন প্রকারেণ সুষ্ঠু ব্রবাণি ইত্যাশাস্যতে। তাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ। উ ইত্যেতাঃ ইতরাঃ অসুরৈঃ কৃতাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিতি শেষঃ' ইতি সা০।

৩. Other; different, that is, more excellent—Griffith.

৪. ইন্দু: the moon; (avas), m. pl. the moons, i.e. the periodic changes of the moon—Monier Williams.

পরমাত্মার গুণ উল্লেখপূর্বক তাঁর স্তুতি

॥ ঋষিঃ বামদেব ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড়্জ ॥

दूतं वो विश्ववेदसꣳ हव्यवाहममर्त्यम्।

यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥२॥

দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্।

য়জিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ॥২॥[১]

সামবেদ ১২

পদার্থঃ হে পরমাত্মা ! **(দূতম্)** দূত অর্থাৎ সদ্গুণসমূহ আমাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য দূতের মতো আচরণকারী, **(বিশ্ববেদসম্)** আমাদের পূর্বজন্ম তথা এই জন্মে কৃত সকল কর্মের জ্ঞাতা, **(হব্যবাহম্)** কৃতকর্মের ফলদাতা, **(অমর্ত্যম্)** অমর, **(য়জিষ্ঠম্)** সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা অর্থাৎ মহান সৃষ্টিচক্র প্রবর্তনরূপ যজ্ঞের সঞ্চালক **(বঃ)** তোমাকে[২] , **['তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' অষ্টা০ ৬।৪।১৫৪]** **(গিরা)** বেদবাণীর মাধ্যমে আমি **(ঋঞ্জসে)** উত্তমরূপে সাধনা[৩] করছি **['ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্মা' নিরু০ ৬।২১, 'সিব্বহুলং লেটি' অষ্টা০ ৩।১।১৪]** ॥২॥

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! দূত অর্থাৎ সদ্গুণসমূহ আমাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য দূতের মতো আচরণকারী, আমাদের পূর্বজন্ম তথা এই জন্মে কৃত সব কর্মের জ্ঞাতা, কৃতকর্মের ফলদাতা, অমর, সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা অর্থাৎ মহান সৃষ্টিচক্র প্রবর্তনরূপ যজ্ঞের সঞ্চালক তোমাকে, বেদবাণীর মাধ্যমে আমি উত্তমরূপে সাধনা করছি ॥২॥

ভাবার্থঃ মানুষ শুভ অথবা অশুভ যে কর্মই করে থাকে, পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ তা জেনে যান এবং যথা সময়ে তার ফল অবশ্যই দিয়ে দেন। বার্ধক্য এবং মৃত্যু রহিত, সৃষ্টি-রূপ যজ্ঞের পরম যাজ্ঞিক পরমেশ্বরকে আমাদের শ্রদ্ধার সাথে বেদমন্ত্রের উচ্চারণপূর্বক সর্বদা সাধনা করা উচিত ॥২॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৪।৮।১। ঋগ্বেদভাষ্যে দয়ানন্দর্ষির্মন্ত্রমিমং বিদ্যুদগ্নিবিষয়ে ব্যাখ্যাতবান্।

২. ছন্দস্যেকবচনেঽপি যুষ্মদো বসাদেশো দৃশ্যতে।

৩. Peterson suggests-rt. ঋঞ্ঝ means (1) when *Instrans.*-to shine, to beam, to be beautified; (2) when *trans.*-to make bright, to decorate, to honour, to show respect, to pay homage to, here, in the above verse, we are concerned with this latter sense. 'I seek'-Griffith.

চারবেদ দিয়ে উপাসনা ও জীবন নির্বাহ

॥ ঋষিঃ ভর্গঃ ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ বৃহতী ॥ স্বরঃ মধ্যমঃ ॥

पाहि नो अग्न एकया पाह्यू३त द्वितीयया।

पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जां पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥२॥

পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যূ৩ত দ্বিতীয়য়া।

পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥২॥[1]

সামবেদ ৩৬

পদার্থঃ প্রথম— পরমাত্মা পক্ষে।

হে **(ঊর্জাং পতে)** অন্ন, রস, **['ঊর্জম্ অন্নং রসং চ' নিরু০ ৯।৪১]** বল এবং প্রাণের অধিপতি, **(বসো)** সর্বত্র অবস্থানকারী, সকলের অন্তর্যামী তথা সকলকে নিবাস প্রদানকারী **(অগ্নে)** পরমাত্মা ! তুমি **(নঃ)** আমাদের **(একয়া)** ঋগ্বেদরূপ এক বাণী দ্বারা **(রক্ষ)** রক্ষা করো **(উত)** এবং **(দ্বিতীয়য়া)** দ্বিতীয় যজুর্বেদরূপ বাণী দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করো, **(তিসৃভিঃ)** সামবেদরূপ তৃতীয় **(গীর্ভিঃ)** বাণী দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করো, **(চতসৃভিঃ)** অথর্ববেদরূপ চতুর্থ বাণী দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা[2] করো ॥২॥

সরলার্থঃ হে অন্ন, রস, বল এবং প্রাণের অধিপতি, সর্বত্র অবস্থানকারী, সকলের অন্তর্যামী তথা সকলকে নিবাস প্রদানকারী পরমাত্মা ! তুমি আমাদের ঋগ্বেদরূপ এক বাণী দ্বারা রক্ষা করো এবং দ্বিতীয় যজুঃরূপ বাণী দ্বারা রক্ষা করো, সামবেদরূপ তৃতীয় বাণী দ্বারা রক্ষা করো, অথর্ববেদরূপ চতুর্থ বাণী দ্বারা রক্ষা করো ॥২॥

পদার্থঃ দ্বিতীয়—বিদ্বান পক্ষে।

হে **(ঊর্জাং পতে)** বলের পালক, **(বসো)** উত্তম নিবাসদাতা, **(অগ্নে)** অগ্নির তুল্য বিদ্যা-প্রকাশ যুক্ত বিদ্বান ! আপনি **(একয়া)** এক উত্তম শিক্ষা দ্বারা **(নঃ)** আমাদের **(পাহি)** রক্ষা করুন **(উত)** এবং **(দ্বিতীয়য়া)** দ্বিতীয় অধ্যাপনা ক্রিয়া দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করুন, **(তিসৃভিঃ)** কর্ম-কাণ্ড, উপাসনা-

কাণ্ড এবং জ্ঞান-কাণ্ডের উদ্ভবকারী তিন **(গীর্ভিঃ)** বাণী সমূহ দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করুন, **(চতসৃভিঃ)** ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ – এদের জ্ঞান প্রদানকারী চার প্রকারের বাণী সমূহ দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করুন ॥২॥[৩]

সরলার্থঃ হে বলের পালক, উত্তম নিবাসদাতা, অগ্নির তুল্য বিদ্যা-প্রকাশ যুক্ত বিদ্বান ! আপনি এক উত্তম শিক্ষা দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন এবং দ্বিতীয় অধ্যাপনা ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করুন, কর্ম-কাণ্ড, উপাসনা-কাণ্ড এবং জ্ঞান-কাণ্ডের উদ্ভবকারী তিন বাণী সমূহ দ্বারা রক্ষা করুন, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ – এদের জ্ঞান প্রদানকারী চার প্রকারের বাণী সমূহ দ্বারা রক্ষা করুন ॥২॥[৪]

এখানে চার বার 'পাহি' এর প্রয়োগের মাধ্যমে পরমেশ্বর কর্তৃক প্রাপ্ত রক্ষার নিরন্তরতা সূচিত হয় ॥২॥

ভাবার্থঃ চার বেদের বাণী সমূহ পরমেশ্বর আমাদের উপকারের জন্য প্রদান করেছেন। যদি আমরা বেদবর্ণিত জ্ঞান, কর্ম, উপাসনা এবং বিজ্ঞান বিষয়কে অধ্যয়ন করে কর্তব্য কর্মের আচরণ করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবো। বিদ্বানগণের উচিত তাঁরা যেন বেদ অধ্যয়ন করে বেদবিহিত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের উপদেশ দিয়ে আমাদের রক্ষা করেন ॥২॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।৬০।৯, য়জু০ ২৭।৪৩, সাম০ ১৫৪৪।

২. 'গিরা একয়া ঋগ্লক্ষণয়া। দ্বিতীয়য়া গিরা য়জুর্লক্ষণয়া। তিসৃভির্গীর্ভিঃ ঋগ্যজুঃসামলক্ষণাভিঃ। চতসৃভিঃ ঋগ্যজুঃসামনিগদ- লক্ষণাভিঃ'—ইতি বি০।

৩. অয়ং বিদ্বৎপরোঽর্থঃ য়জু০ ২৭।৪৩ ইত্যস্য দয়ানন্দভাষ্যমনুসরতি।

৪. দয়ানন্দর্ষিণা মন্ত্রোঽয়ম্ য়জুর্ভাষ্যে ২৭।৪৩ বিদ্বৎপক্ষে ব্যাখ্যাতঃ।

বেদমন্ত্রে মানব কর্তৃক পরমাত্মার স্তুতি করার কারণ

॥ ঋষিঃ সুদীতিপুরূমীঢ়ৌ ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ বৃহতী ॥ স্বরঃ মধ্যম ॥

अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्।

अग्निं रायेे पुरुमीढ श्रुतं नरोऽग्निः सुदीतये छर्दिः ॥५॥

অগ্নিমীডিষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।

অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ সুদীতয়ে ছর্দিঃ ॥৫॥[১]

সামবেদ ৪৯

পদার্থঃ হে **(পুরুমীঢ)** বিবিধ গুণে সিক্ত স্তোতা[২] **['পুরু বহুনাম' নিঘ০ ৩।১]** ! তুমি **(অবসে)** রক্ষণ, প্রগতি, সর্বজনপ্রীতি এবং তৃপ্তিলাভের জন্য **(শীরশোচিষম্**[৩]**)** সর্বত্র ব্যাপক জ্যোর্তিময় **['শীরম্ অনুশায়িনমিতি বাঽঽশিনমিতি বা' নিরু০ ৪।১৪, 'স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চি০' উণা০ ২।১৩] (অগ্নিম্)** তেজস্বী পরমাত্মাকে **(গাথাভিঃ)** মন্ত্রবাণী দ্বারা **['গাথা বাঙ্নাম' নিঘ০ ১।১১] (ঈডিষ্ব)** স্তুতি এবং আরাধনা করো। **(শ্রুতম্)** মহিমা বর্ণনকারী বেদাদি শাস্ত্র থেকে শ্রুত **(অগ্নিম্)** সেই পরমাত্মাকে তুমি **(রায়ে)** ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক সকল প্রকারের ধন প্রাপ্তির জন্য **(ঈডিষ্ব)** স্তুতি এবং আরাধনা করো। হে **(নরঃ)** মানুষ ! **(অগ্নিঃ)** জগতের অগ্রনায়ক পরমাত্মা **(সুদীতয়ে**[৪]**)** উত্তম কর্মকারী পুরুষার্থী জনের জন্য **['দীয়তিঃ গতিকর্মা' নিঘ০ ২।১৪, 'নঞ্সুভ্যাম্' অষ্টা০ ৬।৩।১৭২] (ছর্দিঃ)** আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকেন **['ছর্দিঃ গৃহনাম' নিঘ০ ৩।৪]** ॥৫॥

সরলার্থঃ হে বিবিধ গুণে সিক্ত স্তোতা ! তুমি রক্ষা, প্রগতি, সর্বজনপ্রীতি এবং তৃপ্তিলাভের জন্য সর্বত্র ব্যাপক জ্যোর্তিময় তেজস্বী পরমাত্মাকে মন্ত্রবাণী দ্বারা স্তুতি এবং আরাধনা করো। মহিমা বর্ণনকারী বেদাদি শাস্ত্র থেকে শ্রুত সেই পরমাত্মাকে তুমি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক, সকল প্রকারের ধন প্রাপ্তির জন্য স্তুতি এবং আরাধনা করো। হে মানুষ ! জগতের অগ্রনায়ক পরমাত্মা উত্তম কর্মকারী পুরুষার্থী জনের জন্য আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকেন ॥৫॥

ভাবার্থঃ ধন প্রভৃতি সমস্ত কল্যাণের অভিলাষী মানবজাতির উচিত পুরুষার্থী হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত তেজোময় পরমগুরু পরমাত্মার স্তুতি করা ॥৫॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।৭১।১৪, অথর্ব০ ২০।১০৩।১। উভয়ত্র 'নরোঽগ্নিং' ইতি পাঠঃ।

২. এষ পদার্থঃ ঋক০ ১।১৫১।২ ইত্যস্য দয়ানন্দভাষ্যাদ্ গৃহীতঃ।

৩. শীরং ব্যাপি শোচির্দীপ্তিঃ। ব্যাপিনী দীপ্তির্যস্যাসৌ শীরশোচিঃ, তং শীরশোচিষম্, ব্যাপিদীপ্তিমিত্যর্থঃ। অথবা জঠরাত্মনা আশ্রয়ণীয়া দীপ্তির্যস্য—ইতি বি০। শ্রয়তেঃ শীরম্, শোচিঃ দীপ্তিঃ। প্রবৃদ্ধ- শোচিষম্—ইতি ভ০। শয়নস্বভাবরোচিষম্—ইতি সা০।

৪. সুদীতয়ে শোভনস্য দানস্যার্থায়—ইতি বি০। এতন্মতে কেবলং পুরুমীঢস্যার্ষং, ন সুদীতেরপি, অতস্তেন যৌগিকার্থো নিরূপিতঃ 'অন্তরাত্মনঃ প্রৈষঃ, হে মদীয় অন্তরাত্মন্ ! অগ্নিম্ ঈডিষ্ব স্তুহীত্যর্থঃ' ইতি পুরুমীঢো ব্রূতে, ইতি তদীয়ঃ আশয়ঃ। অন্যেষাং মতে সুদীতিপুরুমীঢয়োরুভয়োরার্ষম্, অতস্তৈঃ সুদীতয়ে এতৎসংজ্ঞায় ঋষয়ে ইতি ব্যাখ্যাতম্। বস্তুতস্তু মন্ত্রাগতৌ সুদীতিপুরুমীঢৌ যৌগিকার্থমেব সূচয়তঃ।

বেদমন্ত্রের মাধ্যমে পরমাত্মার কীর্তিগান

॥ ঋষিঃ ইরিম্বিঠিঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रꣳ स्तोता नव्यं गीर्भिः।

नरं नृषाहं मꣳहिष्ठम् ॥१०॥

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ।

নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্ ॥১০॥[1]

সামবেদ ১৪৪

পদার্থঃ হে ভ্রাতাগণ ! তোমরা **(চর্ষণীনাম্)** মানবজাতির **['চর্ষণয় ইতি মনুষ্যনামসু পঠিতম্' নিঘ০ ২।৩] (সম্রাজম্)** সম্রাট, **(নব্যম্)** নবীন বা স্তবযোগ্য, **['নবসূরমর্তয়বিষ্ঠেভ্যো য়ৎ' অষ্টা০ ৫।৪।২৫, 'নব্যম্ ইতি নবনাম' নিঘ০ ৩।২৮, 'য়তোঽনাবঃ' অষ্টা০ ৬।১।২১৩] (নরম্)** পথপ্রদর্শক **(নৃষাহম্)** দুষ্টজনকে পরাজিতকারী, **['ছন্দসি সহঃ' অষ্টা০ ৩।২।৬৩] (মংহিষ্ঠম্)** অতিশয় দাতা **['মংহতে দানকর্মা' নিঘ০ ৩।২০, 'তুশ্ছন্দসি' অষ্টা০ ৫।৩।৫৯, 'তুরিষ্ঠেমেয়স্সু' অষ্টা০ ৬।৪।১৫৪] (ইন্দ্রম্)** বীর পরমাত্মার **(গীর্ভিঃ)** বেদবাণী দ্বারা **(প্র স্তোত)** প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিগান করো **['তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' অষ্টা০ ৭।১।৪৫]** ॥১০॥

সরলার্থঃ হে ভ্রাতাগণ ! তোমরা মানবজাতির সম্রাট, নবীন বা স্তবযোগ্য, পথপ্রদর্শক, দুষ্টজনকে পরাজিতকারী, অতিশয় দাতা, বীর পরমাত্মাকে বেদবাণী দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিগান করো ॥১০॥

এই মন্ত্রে অর্থশ্লেষ অলঙ্কার আছে ॥১০॥

ভাবার্থঃ মানবজাতির পরমাত্মার উত্তম মহতী কীর্তির গান করা এবং তাঁর গুণকে নিজের জীবনে ধারণ করা উচিত ॥১০॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।১৬।১, অথর্ব০ ২০।৪৪।১

বেদবাণী বিষয়ে বর্ণনা

॥ ঋষিঃ মধুচ্ছন্দাঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

पा३वका२ नः३ स१र२स्वती३ वा१जे२भिर्वा३जि१नी२वती।

य३ज्ञं१ व२ष्टु धि३या१व२सुः ॥५॥

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।

যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥৫॥[১]

সামবেদ ১৮৯

পদার্থঃ হে পরমাত্মা ! তোমার **(বাজিনীবতী**[২]**)** ক্রিয়াময়ী অথবা কর্মের উপদেশদাতা **(সরস্বতী)** জ্ঞানময়ী বেদবাণী **(বাজেভিঃ)** বিজ্ঞানরূপ বলসমূহ দ্বারা **['বাজঃ-বলম্' নিঘ০ ২।৯] (নঃ)** আমাদের **(পাবকা**[৩]**)** পবিত্রতা দানকারী হয়ে থাকে **['পাবকাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানম্' অষ্টা০ ৭।৩।৪৫, 'প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ০' অষ্টা০ ৭।৩।৪৪]**। **(ধিয়াবসুঃ**[৪]**)** জ্ঞান এবং কর্মের উপদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বাণী **['ধীঃ ইতি কর্মনাম প্রজ্ঞানাম চ' নিঘ০ ২।১, ৩।৯, 'বাগ্ বৈ ধিয়াবসুঃ' ঐত০ আ০ ১।১।৪, 'সাবেকাচঃ' অষ্টা০ ৬।১।১৬৮, 'তৎপুরুষে তুল্যার্থতৃতীয়া' অষ্টা০ ৬।২।২] (যজ্ঞম্)** আমাদের জীবন যজ্ঞকে **(বষ্টু)** উত্তম প্রকারে চালনা করুক, সংস্কৃত করুক **['যজ্ঞং বষ্টু' ঐত০ আ০ ১।১।৪]** ॥৫॥

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! তোমার ক্রিয়াময়ী অথবা কর্মের উপদেশদাতা জ্ঞানময়ী বেদবাণী বিজ্ঞানরূপ বলসমূহ দ্বারা আমাদের পবিত্রতা দানকারী হয়ে থাকে। জ্ঞান এবং কর্মের উপদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই বাণী আমাদের জীবন যজ্ঞকে উত্তম প্রকারে চালনা করুক, সংস্কৃত করুক ॥৫॥

এই মন্ত্রে শ্লেষালঙ্কার হয়েছে ॥৫॥

য়াস্কাচার্য্যো মন্ত্রমিমমেবং ব্যাচষ্টে— "পাবকা নঃ সরস্বতী অন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্মবসুঃ। " নিরুক্ত ১১।২৬ ॥৫॥

ভাবার্থঃ পরমেশ্বরের বেদবাণী শ্রোতাদের কল্যাণ সাধন করেন ॥৫॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ১।৩।১০, য়জু০ ২০।৮৪, উভয়ত্র দেবতা সরস্বতী।

২. বাজেভিঃ মদীয়ৈঃ রত্নৈঃ হবির্লক্ষণৈর্বা অন্নৈঃ বাজিনীবতী অন্নবতী ইত্যর্থঃ। অথবা—বাজঃ বলং বেগো বা, তদ্ য়স্যাং বিদ্যতে সা বাজিনী সেনা তদ্বতী—ইতি বি০। বাজসমূহঃ বাজিনী তদ্বতী—ইতি ভ০। বাজোঽন্নমাস্বিতি বাজিন্যঃ ক্রিয়াঃ। 'অত ইনিঠনৌ।' অষ্টা০ ৫।২।১১৫ ইতি ইনিপ্রত্যয়ঃ তাঃ ক্রিয়া য়স্যাঃ সন্তি সা সরস্বতী বাজিনীবতী—ইতি ঋক০ ১।৩।১০ ভাষ্যে সা০। বাজিনীবতী সর্ববিদ্যাসিদ্ধক্রিয়ায়ুক্তা। বাজিনঃ ক্রিয়াপ্রাপ্তিহেতবো ব্যবহারাস্তদ্বতী। বাজিন ইতি পদনামসু পঠিতম্। নিঘ০ ৫।৬। অনেন বাজিনীতি গমনার্থা প্রাপ্ত্যর্থা চ ক্রিয়া গৃহ্যতে কৃতি তত্রৈব ঋগভাষ্যে দ০।

৩. তুলনীয়ম্—স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্। অথর্ব০ ১৯।৭১।১ ইতি।

৪. ধীঃ বসুভূতা য়স্যাং সা ধিয়াবসুঃ কর্মধনা প্রজ্ঞাধনা বা। অথবা বসুরিত্যেতদ্ বস আচ্ছাদনে ইত্যেতস্যেদং রূপম্। প্রজ্ঞয়া আচ্ছাদয়িত্রী সর্বস্য জগতঃ—ইতি বি০। (ধিয়াবসুঃ) শুদ্ধকর্মণা সহ বাসপ্রাপিকা। তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্। অষ্টা০ ৬।৩।১৪ অনেন তৃতীয়াতৎপুরুষে বিভক্ত্যলুক্—ইতি ঋক০ ১।৩।১০ ভাষ্যে দ০।

সকলের দ্বারা বেদমন্ত্রে পরমেশ্বরের স্তুতি বর্ণনা

॥ ঋষিঃ মধুচ্ছন্দাঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः।

इन्द्रं वाणीरनूषत ॥५॥

ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥৫॥[১]

সামবেদ ১৯৮

পদার্থঃ (ইন্দ্রম্) মহান পরমেশ্বরকে **(ইৎ)** -ই **(গাথিনঃ)** সামগানকারী উদ্গাতাগণ **['উষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্' উণা০ ২।8], (ইন্দ্রম্)** সেই মহান পরমেশ্বরকে **(অর্কেভিঃ**[২]**)** বেদমন্ত্র দ্বারা **['অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদেনেন অর্চন্তি' নিরু০ ৫।8, 'বহুলং ছন্দসি' অষ্টা০ ৭।১।১০] (অর্কিণঃ)** মন্ত্রপাঠী হোতাগণ স্তুতি করেন এবং **(বাণীঃ**[৩]**)** অন্যদের বাণীসমূহও **(ইন্দ্রম্)** সেই মহান পরমেশ্বরকে **(বৃহৎ**[৪]**)** অধিকতরভাবে **(অনূষত)** বন্দনা করে ॥৫॥[৫]

সরলার্থঃ মহান পরমেশ্বরকেই সামগানকারী উদ্গাতাগণ, সেই মহান পরমেশ্বরকে মন্ত্রপাঠী হোতাগণ বেদমন্ত্র দ্বারা স্তুতি করেন এবং অন্যদের বাণীসমূহও সেই মহান পরমেশ্বরকে অধিকতরভাবে বন্দনা করে ॥৫॥

ভাবার্থঃ পরমৈশ্বর্যবান, দুঃখ-দারিদ্র্য দূরকারী, সুখ-সম্পত্তির প্রদাতা, ধর্মাত্মাদের প্রশংসাকারী, কুকর্ম-কারীদের ধ্বংসকারী, সমস্ত গুণীদের সম্পদ, সদ্গুণের আধার পরমাত্মাই সকল মানব দ্বারা বন্দনার যোগ্য। সামগান দ্বারা এবং বেদ-মন্ত্র পাঠ দ্বারা তাঁর স্তুতি করা উচিত ॥৫॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ১।৭।১, অথর্ব০ ২০।৩৮।8, ২০।8৭।8, ২০।৭০।৭, সাম০ ৭৯৬।

২. (অর্কেভিঃ) অর্চনসাধকৈঃ সত্যভাষণাদিভিঃ শিল্পবিদ্যাসাধকৈঃ কর্মভিঃ মন্ত্রৈশ্চ—ইতি ঋক০ ১।৭।১ ভাষ্যে দ০।

৩. বাণীভিঃ য়জ্ঞলক্ষণাভির্বাগ্ভিঃ—ইতি বি০। বাণ্যঃ সর্বাঃ—ইতি ভ০। য়ে ত্ববশিষ্টা অধ্যর্য়বঃ তে বাণীঃ বাগ্ভির্য়জূরূপাভিঃ—ইতি সা০। বাণীঃ বেদচতুষ্টয়ীঃ—ইতি ঋক০ ১।৭।১। ভাষ্যে দ০।

৪. বৃহন্নাম্না মহতা বা—ইতি বি০। বৃহন্তমিতি বা বৃহতা সাম্না ইতি বা—ইতি ভ০। 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ইত্যস্যামৃচ্যুৎপন্নেন বৃহন্নামকেন সাম্না—ইতি সা০। বৃহৎ মহান্তম্। অত্র 'সুপাং সুলুক্' ইত্যমো লুক্ ইতি ঋগভাষ্যে দ০।

৫. ঋগভাষ্যে দয়ানন্দর্ষিণাঽস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানে প্রথমেন ইন্দ্রশব্দেন পরমেশ্বরঃ, দ্বিতীয়েন সূর্যঃ, তৃতীয়েন চ মহাবলবান্ বায়ুর্গৃহীতঃ।

পরমাত্মার প্রতি স্তোতাদের বেদমন্ত্রে কামনা

॥ ঋষিঃ ভরদ্বাজঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः।

गावो वत्सं न धेनवः ॥८॥

ইমা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ।

গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥৮॥[১]

সামবেদ ২০১

পদার্থঃ হে **(গির্বণঃ**[২]**)** স্তুতিবাণী দ্বারা যাচনীয় পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা ! **(ইমাঃ উ)** আমাদের দ্বারা উচ্চারিত **(গিরঃ)** বেদ বাণী অথবা স্তুতিবাণী **(সুতেসুতে**[৩]**)** প্রত্যেক জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা যজ্ঞে সার্থক ব্যবহারের দ্বারা **(ত্বা)** তোমাকে **(নক্ষন্তে)** প্রাপ্ত হয় **['নক্ষতিঃ গতিকর্মা ব্যাপ্তিকর্মা চ' নিঘ০ ২।১৪, ২।১৮]; (ধেনবঃ)** নিজের দুগ্ধদানকারী বা নিজের দুগ্ধে তৃপ্তকারী **['ধেনুঃ ধয়তের্বা ধিনোতের্বা' নিরু০ ১১।৪৩] (গাবঃ)** গাভী **(বৎসং ন)** যেমন বাছুরকে প্রাপ্ত হয় ॥৮॥[৪]

সরলার্থঃ হে স্তুতিবাণী দ্বারা যাচনীয় পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা ! নিজের দুগ্ধদানকারী বা নিজের দুগ্ধে তৃপ্তকারী গাভী যেমন বাছুরকে প্রাপ্ত হয়; তেমন ভাবে আমাদের দ্বারা উচ্চারিত বেদ বাণী অথবা স্তুতিবাণী প্রত্যেক জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা যজ্ঞে সার্থক ব্যবহারের দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

এই মন্ত্রে উপমালঙ্কার রয়েছে ॥৮॥

ভাবার্থঃ যেমন দুগ্ধবতী গাভী নিজের দুধ পান করানোর জন্য শীঘ্রই নিজের বাছুরের কাছে আগমন করে; তেমনিভাবে প্রত্যেক জ্ঞানযজ্ঞে, প্রত্যেক কর্মযজ্ঞে এবং প্রত্যেক উপাসনাযজ্ঞে আমাদের রসপূর্ণ, অর্থপূর্ণ স্তুতিবাণী পরমাত্মার কাছে পৌঁছে যায় ॥৮॥[৫]

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৬।৪৫।২৮, ঋষিঃ শংয়ুঃ বার্হস্পত্যঃ। 'বৎসং গাবো ন ধেনবঃ' ইতি তৃতীয়ঃ পাদঃ।

২. দ্রষ্টব্যম্ ১৬৫ সংখ্যকমন্ত্রস্য ভাষ্যম্।

৩. (সুতম্) কর্মোপাসনাজ্ঞানরূপং ব্যবহারম্ ইতি ঋক০ ১।৩।৮ ভাষ্যে দ০।

৪. ঋগভাষ্যে দয়ানন্দর্ষির্মন্ত্রমিমং 'শুদ্ধাচারান্ প্রত্যস্মাকং বাচঃ প্রয়ান্তু' ইতি বিষয়ে ব্যাখ্যাতবান্।

৫. য়থা অচিরপ্রসূতা গাবঃ স্নেহার্দ্রেণ মনসা বৎসং ব্যাপ্নুবন্তি তদ্বৎ ত্বাং হে ইন্দ্র অস্মদীয়াঃ স্তুতয়ঃ ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ—ইতি বি০।

বেদমন্ত্রে পরমাত্মার স্তুতির বিষয়

॥ ঋষিঃ মধুচ্ছন্দাঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

अ॑सृ॑ग्रमिन्द्र ते॒ गिरः॒ प्रति॒ त्वामुद॑हासत।

स॒जो॑षा वृष॒भं॑ पति॑म् ॥२॥

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।

সজোষা বৃষভং পতিম্ ॥২॥[১]

সামবেদ ২০৫

পদার্থঃ হে **(ইন্দ্র)** পূজনীয় জগদীশ্বর ! আমি **(তে)** তোমার জন্য, তোমার স্তুতির জন্য **(গিরঃ)** বেদ বাণীসমূহ **(অসৃগ্রম্)** উচ্চারণ করছি **['বহুলং ছন্দসি' অষ্টা০ ৭।১।৮]**। **(সজোষাঃ**[২]**)** প্রীতিপূর্বক উচ্চারিত এই বেদবাণীসমূহ **['ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' অষ্টা০ ৩।১।১৩৫, 'বোপসর্জনস্য' অষ্টা০ ৬।৩।৮২] (বৃষভম্)** সমস্ত অভীষ্টের বর্ষণকারী **(পতিম্)** পালনকর্তা **(ত্বাং প্রতি)** তোমাকে লক্ষ্য করে **(উদ্ অহাসত)** ঊর্ধ্বে ধাবিত হচ্ছে, উৎকণ্ঠা পূর্বক তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছে ॥২॥[৩]

সরলার্থঃ হে পূজনীয় জগদীশ্বর ! আমি তোমার জন্য, তোমার স্তুতির জন্য বেদ বাণীসমূহ উচ্চারণ করছি। প্রীতিপূর্বক উচ্চারিত এই বেদবাণীসমূহ সমস্ত অভীষ্টের বর্ষণকারী পালনকর্তা তোমাকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বে ধাবিত হচ্ছে, উৎকণ্ঠা পূর্বক তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছে ॥২॥

প্রীতিময়ী স্ত্রী যেমন সুখ বর্ষক অধিপতিকে পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে যায়, সেই উপমা এখানে শব্দ শক্তি দ্বারা ধ্বনিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে উপাসকদের প্রেমের অতিশয় প্রতিফলিত হচ্ছে ॥২॥

ভাবার্থঃ যদি বেদবাণীসমূহ দ্বারা প্রীতিপূর্বক পরমাত্মার স্তুতি করা হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই প্রসন্ন হন এবং স্তোতাদের জন্য যথাযোগ্য অভীষ্ট ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের বর্ষণ করেন ॥২॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ১।৯।৪, অথর্ব০ ২০।৭১।১০, উভয়ত্র 'অজোষা' ইতি পাঠঃ।

২. বেদেষু 'সজোষস্' ইত্যসুন্প্রত্যযান্তং সকারান্তমেব বাহুল্যেন প্রযুজ্যতে। প্রথমাবহুবচনে তত্র 'সজোষসঃ' ইতি রূপং ভবতি। অত্র তু কপ্রত্যয়ান্তস্য সজোষশব্দস্য স্ত্রিয়াং টাপি প্রথমাবহুবচনান্তং জ্ঞেয়ম্।

৩. দয়ানন্দর্ষির্মন্ত্রমিমম্ ঋগভাষ্যে বেদবাক্পরমেব ব্যাখ্যাতবান্।

উপাসনায় পরমাত্মাকে বেদমন্ত্রে স্বাগত জানানো

॥ ঋষিঃ বিশ্বামিত্রঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्।

इन्द्र प्रातर्जुषस्व नः ॥७॥

ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্।

ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥৭॥[1]

সামবেদ ২১০

পদার্থঃ হে **(ইন্দ্র)** পরমাত্মা ! তুমি **(প্রাতঃ)** প্রাতঃকালে **(নঃ)** আমাদের **(ধানাবন্তম্)** ধারণা, ধ্যান, সমাধি যুক্ত অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ড যুক্ত, **(করম্ভিণম্)** প্রাণায়াম প্রভৃতি কর্মকাণ্ড যুক্ত, **['প্রাণো বাব কঃ' জৈ০ উপ০ ব্রা০ ৪।১১।২]** **(অপূপবন্তম্)** জ্ঞানকাণ্ড যুক্ত এবং **(উক্থিনম্)** স্তুতি যুক্ত উপাসনা যজ্ঞকে **(জুষস্ব)** প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করো ॥৭॥[2]

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! তুমি প্রাতঃকালে আমাদের ধারণা, ধ্যান, সমাধি যুক্ত অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ড যুক্ত, প্রাণায়াম প্রভৃতি কর্মকাণ্ড যুক্ত, জ্ঞানকাণ্ড যুক্ত এবং স্তুতি যুক্ত উপাসনা যজ্ঞকে প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করো ॥৭॥

এই মন্ত্রে শ্লেষালঙ্কার রয়েছে ॥৭॥

ভাবার্থঃ সকল মানুষের উচিত শস্যদানা প্রভৃতি সুগন্ধী, মধুর, পুষ্টিপ্রদ তথা আরোগ্যদায়ক দ্রব্যের অগ্নিতে হবন করে ও দূষণ রোধ করে বায়ুমণ্ডলকে স্বচ্ছ করা এবং এমনভাবে জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে সামগান করে পরমাত্মার উপাসনা করা, যা থেকে অভ্যুদয় এবং মোক্ষ লাভ হয় ॥৭॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৩।৫২।১, যজু০ ২০।২৯।

২. দয়ানন্দর্ষিণা মন্ত্রোঽয়ম্ ঋগভাষ্যে রাজবিষয়ে, যজুর্ভাষ্যে চ বিদ্বদ্বিষয়ে ব্যাখ্যাতঃ।

বেদমন্ত্রে পরমাত্মার স্তুতি বিষয়ক বর্ণনা

॥ ঋষিঃ মেধাতিথিঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः।

त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥८॥

বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ।

ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥৮॥[১]

সামবেদ ২৩০

পদার্থঃ হে **(গির্বণঃ**[২]**)** বেদবাণী দ্বারা ভজনের যোগ্য **(ইন্দ্র)** পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা ! **(বয়ম্)** আমরা **(স্তোতারঃ)** স্তোতাগণ **(ঘ)** নিশ্চয়ই **['ঋচি তু নু ঘ০' অষ্টা০ ৬।৩।১৩৬] (তে অপি)** তোমারই **(স্মসি)** হয়ে থাকি **['ইদন্তো মসি' অষ্টা০ ৭।১।৪৬]**। হে **(সোমপাঃ)** আমাদের মৈত্রী রস গ্রহণকারী ! **(ত্বম্)** তুমি **(নঃ)** আমাদের সর্বদা **(জিন্ব)** তৃপ্ত করো ॥৮॥

সরলার্থঃ হে বেদবাণী দ্বারা ভজনীয় পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা ! আমরা স্তোতাগণ নিশ্চয়ই তোমারই হয়ে থাকি অর্থাৎ সর্বদা তোমারই উপাসনা করি ও পবিত্র বেদবাণী অনুসরণপূর্বক জীবন পরিচালনা করি। হে আমাদের মৈত্রী রস গ্রহণকারী ! তুমি আমাদের সর্বদা তৃপ্ত করো ॥৮॥

ভাবার্থঃ যাঁরা পরমাত্মার সাথে বন্ধুর ন্যায় সম্পর্ক স্থাপন করে, পরমাত্মাও তাদের সদা সুখী করেন ॥৮॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।৩২।৭ 'স্মসি' ইত্যত্র 'স্মসি' ইতি পাঠঃ।

২. দ্রষ্টব্যম্—১৬৫ সংখ্যকস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানম্।

বেদমন্ত্রে পরমেশ্বর মহিমা গাওয়ার জন্য মানবজাতিকে প্রেরণা দান

॥ ঋষিঃ গোষূক্ত্যশ্বসূক্তিনৌ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ উষ্ণিক্ ॥ স্বরঃ ঋষভঃ ॥

तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्।

इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥२॥

তমু অভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতং।

ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত ॥২॥[১]

সামবেদ ৩৮২

পদার্থঃ হে মানবজাতি ! **(তম্ উ)** সেই **(পুরুস্তুতম্)** নানাভাবে অনেক কীর্তিগানকৃত, **(পুরুহূতম্)** নানাভাবে আহ্বানকৃত জগদীশ্বরকে **(অভি)** লক্ষ্য করে **(প্র গায়ত)** উত্তমভাবে স্তুতিগীত গাও। **(তবিষম্)** মহান **['তবিষ ইতি মহন্নাম' নিঘ০ ৩।৩]** **(ইন্দ্রম্)** সেই পরম ঐশ্বর্যবান জগৎপতিকে **(গীর্ভিঃ)** বেদবাণী দ্বারা **(আ বিবাসত)** আরাধনা করো **['বিবাসতিঃ পরিচরণকর্মা' নিঘ০ ৩।৫]** ॥২॥

সরলার্থঃ হে মানবজাতি ! সেই নানাভাবে অনেক কীর্তিগানকৃত, নানাভাবে আহ্বানকৃত জগদীশ্বরকে লক্ষ্য করে উত্তমভাবে স্তুতিগীত গাও। মহান সেই পরম ঐশ্বর্যবান জগৎপতিকে বেদবাণী দ্বারা আরাধনা করো ॥২॥

ভাবার্থঃ অনেক ঋষি, মহর্ষি, রাজা প্রভৃতি মানবজাতি দ্বারা স্তুতি আর উপাসনা করা মহান বিশ্বম্ভরকে আমাদেরও উপাসনা করা উচিত ॥২॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।১৫।১, অথর্ব০ ২০।৬১।৪; ২০।৬২।৮ সর্বত্র 'তমু অভি' ইত্যত্র 'তম্বভি' ইতি পাঠঃ।

বেদমন্ত্রে পরমেশ্বরের আরাধনার ফল বর্ণনা

॥ ঋষি: বামদেবঃ ॥ দেবতা: ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দ: দ্বিপদা বিরাট্ পঙ্ক্তিঃ॥ স্বর: পঞ্চমঃ ॥

अर्चन्त्यर्कं मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्रः ॥९॥

অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি শ্রুতো য়ুবা স ইন্দ্রঃ ॥৯॥[১]

সামবেদ ৪৪৫

পদার্থঃ (স্বর্কাঃ) উত্তম স্তোতা, অথবা উত্তম বিধিতে বেদমন্ত্রের উচ্চারণকারী **['অর্কো মন্ত্রো ভবতি য়দনেনার্চন্তি' নিরু০ ৫।৪] (মরুতঃ)** ঋত্বিক মানব **['মরুতঃ ইতি ঋত্বিঙ্নাম' নিঘ০ ৩।১৮] (অর্কম্)** অর্চনীয় পরমেশ্বরের **['অর্কো দেবো ভবতি য়দেনমর্চন্তি' নিরু০ ৫।৪] (অর্চন্তি)** উপাসনা করেন। **(শ্রুতঃ)** বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ অথবা শ্রুত **(য়ুবা)** সদা যুবা, যুবকের মতো অসীম বলশালী **(সঃ)** সেই **(ইন্দ্রঃ)** পরমেশ্বর তাকে **(আ স্তোভতি)** সহায়তা করেন ॥৯॥

সরলার্থঃ উত্তম স্তোতা, অথবা উত্তম বিধিতে বেদমন্ত্রের উচ্চারণকারী ঋত্বিক মানব অর্চনীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ অথবা শ্রুত সদা যুবা, যুবকের মতো অসীম বলশালী সেই পরমেশ্বর তাকে সহায়তা করেন ॥৯॥

এই মন্ত্রে অনুপ্রাস অলঙ্কার আছে, সেই সাথে পরস্পর উপকারকারী রূপ বস্তু হতে পরিবৃত্তি অলঙ্কার ব্যঙ্গ আছে ॥৯॥

ভাবার্থঃ যে মানব বেদমন্ত্রের গানপূর্বক পরমাত্মার আরাধনা করে, তাকে তিনি **(পরমেশ্বর)** অক্ষয় অবলম্বন দিয়ে অনুগৃহীত করেন ॥৯॥

টিপ্পনীঃ

১. সাম০ ১১১৪।

২.পরিবৃত্তির্বিনিময়ঃ সমন্যূনাধিকৈর্ভবেৎ। সা০ দ০ ১০।৮০ ইতি তল্লক্ষণাৎ। প্রকৃতে সমেন বিনিময়ঃ।

বেদ বাণীর মাধ্যমে পরমাত্মারই যশ-কীর্তি গায়ন

॥ ঋষিঃ বামদেবঃ ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ ॥ স্বরঃ ধৈবতঃ ॥

তে মন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্।

তা জানতীরভ্যনূষত ক্ষা আবির্ভুবন্নরুণীর্যশসা গাবঃ ॥৫॥

তে মন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জনান্।

তা জানতীরভ্যনূষত ক্ষা আবির্ভুবন্নরুণীর্য়শসা গাবঃ ॥৫॥[১]

সামবেদ ৬০৬

পদার্থঃ হে অগ্রনায়ক পরমাত্মা! **(তে**[২]**)** প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ **(নাম)** তোমার প্রণব নামকে **['তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' য়োo দo ১।২৭] (প্রথমম্)** শ্রেষ্ঠ **(অমন্বত)** বলে মান্য করে। **(গোনাং ত্রিঃসপ্ত)** আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকারের দৃষ্টিতে সপ্ত ছন্দে বা গায়ত্রী প্রভৃতি একুশ ছন্দেযুক্ত[৩] ঋকসমূহ **['গোঃ পাদান্তে' অষ্টাo ৭।১।৫৭] (নাম)** তোমার নামকে **(পরমম্)** শ্রেষ্ঠ **(জানন্)** বলে আমাদের জানায় অর্থাৎ বর্ণনা করে। **(জানতীঃ)** তোমার নামকে সর্বশ্রেষ্ঠ জানিয়ে **(তাঃ)** সেইসব প্রসিদ্ধ **(ক্ষাঃ)** গূঢ় অর্থযুক্ত বেদ বাণীসমূহ **['ক্ষা ক্ষিয়তের্নিবাসকর্মণঃ' নিরুo ২।৬] (য়শসা)** তোমার মহিমাগানজনিত যশ দ্বারা **(অরুণীঃ)** প্রকাশিত হয়ে **(আবির্ভুবন্)** অধ্যয়নকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে নিজ রহস্যের অর্থ ব্যক্ত করে **['উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং১বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।।' ঋকo ১০।৭১।৪]** ॥৫॥

সরলার্থঃ হে অগ্রনায়ক পরমাত্মা! প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ তোমার প্রণব নামকে শ্রেষ্ঠ বলে মান্য করে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকারের দৃষ্টিতে সপ্ত ছন্দে বা গায়ত্রী প্রভৃতি একুশ ছন্দেযুক্ত ঋকসমূহ তোমার নামকে শ্রেষ্ঠ বলে আমাদের জানায় অর্থাৎ বর্ণনা করে। তোমার নামকে সর্বশ্রেষ্ঠ জানিয়ে সেইসব প্রসিদ্ধ গূঢ় অর্থযুক্ত বেদ বাণীসমূহ তোমার মহিমাগানজনিত যশ দ্বারা প্রকাশিত হয়ে অধ্যয়নকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে নিজ রহস্যের অর্থ ব্যক্ত করে ॥৫॥

ভাবার্থঃ বেদবাণীসমূহ সম্মিলিতভাবে যে পরব্রহ্মের মহিমা গায়ন করে এবং যে যশস্বী পরব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করে বেদবাণী স্বয়ং যশময়ী হয়ে গেছে, সেই পরমাত্মার স্তুতি আমরা কেনই বা করব না ! ॥৫॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৪।১।১৬, 'তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ত্রিঃসপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্। তজ্জানতীরভ্যনূষত বা আবির্ভুবদরুণীর্যশসা গোঃ' ॥ ইতি পাঠঃ।

২. 'তে' ইতি পদং প্রসিদ্ধপরামর্শকম্। ন চ যুষ্মদাদেশোঽয়মিতি মন্তব্যং পাদাদৌ তস্যাপ্রাপ্তেঃ স্বরবিরোধাচ্চ।

৩. ১। গায়ত্র্যাদি সপ্তক- গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তিঃ, ত্রিষ্টুপ্, জগতী; ২। অতিজগত্যাদি সপ্তক- অতি জগতী, শক্করী, অতি শক্করী, অষ্টি, অত্যষ্টিঃ, ধৃতি, অতিধৃতিঃ; ৩। কৃত্যাদি সপ্তক - কৃতিঃ, প্রকৃতিঃ, আকৃতিঃ, বিকৃতিঃ, সংকৃতিঃ, অভিকৃতিঃ, উৎকৃতিঃ।

পরমাত্মাকে আমাদের রক্ষা করার জন্য বেদমন্ত্রে আহ্বান

॥ ঋষিঃ ইন্দ্রো বা প্রজাপতির্বা বিষ্ণুর্বা বিশ্বামিত্রো বা ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ বিরাট্ ॥ স্বরঃ গান্ধারঃ ॥

ईशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्।

स नः स्वर्षदति द्विषः क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत् ॥६॥

ঈশে হি শক্রস্তমূতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্।

স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহত্ ॥৬॥

সামবেদ ৬৪৬

পদার্থঃ (শক্রঃ) শক্তিশালী পরমেশ্বর **(হি)** নিশ্চয়ই **(ঈশে)** সকল জগতের অধীশ্বর **['লোপস্ত আত্মনেপদেষু' অষ্টা০ ৭।১।৪১]**। **(তম্)** তাঁকে আমাদের **(ঊতয়ে)** রক্ষা করার জন্য **(হবামহে)** আহ্বান করি। কেমন পরমেশ্বরকে? **(জেতারম্)** যিনি সকল বস্তুসমূহকে জয়কারী তথা **(অপরাজিতম্)** যিনি স্বয়ং অপরাজিত। **(সঃ)** তিনি **(নঃ)** আমাদের **(দ্বিষঃ)** অভ্যন্তরীণ তথা বাহ্যিক শত্রু থেকে **(অতি স্বর্ষৎ)** অতিক্রান্ত করে দেন **['স্বরতিঃ গতিকর্মা' নিঘ০ ২।১৪]**। **(ক্রতুঃ)** জ্ঞান, কর্ম, মঙ্গলময় সংকল্প ও যজ্ঞ, **(ছন্দঃ)** গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, রক্ষণশক্তি **['ছন্দাংসি ছাদনাৎ' নিরু০ ৭।১] (ঋতম্)** সত্য এবং **(বৃহৎ)** বৃহৎ নামক সাম আমাদের জন্য উপকারী হোক ॥৬॥

'ত্বামিদ্ধি হবামহে' (সাম ২৩৪) এই ঋকের ওপর গায়নকৃত সামকে বৃহৎ সাম বলা হয় ॥৬॥

সরলার্থঃ শক্তিশালী পরমেশ্বর নিশ্চয়ই সকল জগতের অধীশ্বর। তাঁকে আমাদের রক্ষা করার জন্য আহ্বান করি। কেমন পরমেশ্বরকে? যিনি সকল বস্তুসমূহকে জয়কারী তথা যিনি স্বয়ং অপরাজিত। তিনি আমাদের অভ্যন্তরীণ তথা বাহ্যিক শত্রু থেকে অতিক্রান্ত করে দেন। জ্ঞান, কর্ম, মঙ্গলময় সংকল্প ও যজ্ঞ, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, রক্ষণশক্তি সত্য এবং বৃহৎ নামক সাম আমাদের জন্য উপকারী হোক ॥৬॥

ভাবার্থঃ বিজেতা, অপরাজিত পরমাত্মার আশ্রয় নিয়ে তাঁর উপাসকও বিজয়ী তথা অপরাজিত হয়ে যায় ॥৬॥

সন্ধ্যা উপাসনা

'সন্ধ্যা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে—**'সন্ধ্যায়ন্তি সন্ধ্যায়তে বা পরব্রহ্ম য়স্যাং সা সন্ধ্যা'** অর্থাৎ যার মাধ্যমে পরমেশ্বরের ধ্যান করা হয়, সেটিই মূলতঃ **'সন্ধ্যা'**। এজন্য রাত এবং দিনের সংযোগকালে দুই সন্ধ্যাবেলায় [সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর] প্রত্যেক মানবেরই পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা উচিত। বেদে বলা হয়েছে -

সায়ঙ সায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা। বসোর্বসোর্বসুদান এধিবয়ংত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম॥ [অথর্ববেদ ১৯।৫৫।৩]

অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সায়াহ্নে [দিনের শেষে] এবং প্রাতঃকালে [ভোরবেলায় ব্রাহ্মমুহূর্তে] আমাদের গৃহের রক্ষক তেজস্বী ঈশ্বর! তুমি উত্তম ধন এবং সুখের দাতা হও। তোমাকে প্রকাশিত করে আমরা আমাদের শরীরকে পুষ্ট করি।

দুই বেলা সন্ধ্যা উপাসনার শাস্ত্রীয় প্রমাণঃ সকল শাস্ত্রেই দিনে দুই বেলা উপাসনা ও বিশেষ করে গায়ত্রী মন্ত্র জপের মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়েছে, এক হলো প্রাতঃকালে সূর্য উদয়ের পূর্বে, আর দুই হলো দিনের শেষে সায়াহ্নে দিন ও রাতের সন্ধিকালে। সূর্য উদয়ের পূর্বে দণ্ডায়মান হয়ে [ঘুম থেকে উঠে] গায়ত্রী মন্ত্র জপ সহ উপাসনা কর্ম করতে হবে এবং দিনের শেষে সূর্যাস্তের পরেও গায়ত্রী মন্ত্র জপ সহ উপাসনা করতে হবে। বেদে বলা হয়েছে **"দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্" [ঋগ্বেদ ১।১।৭ এবং সামবেদ ১৪]** অর্থাৎ আমরা প্রাত-সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করি।

এই ব্যাপারে **মনুস্মৃতির ২।১০১-১০২** খুবই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে- "প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সূর্যোদয় দর্শন পর্যন্ত সাবিত্রী (গায়ত্রী) জপ করতে করতে আসনে স্থিত হবে এবং সূর্যাস্তের পর যে পর্যন্ত নক্ষত্রমণ্ডলের দর্শন না হয়, ততক্ষণ আসনে সমাসীন হয়ে সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করবে। প্রাতঃসন্ধ্যাকালে আসনে বসে গায়ত্রী জপ করলে রাত্রিকালীন মানসিক মলিনতা বা দোষসমূহ দূর হয় এবং আসনে সমাসীন হয়ে সায়ংসন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করলে দিনের বেলায় সঞ্চিত মানসিক মলিনতা বা দোষসমূহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। অভিপ্রায় এই যে, প্রতিদিন দুই সময়ে সন্ধ্যোপাসনা করার মাধ্যমে পূর্ববেলায় সঞ্চিত দোষসমূহের উপর চিন্তন-মনন এবং পশ্চাত্তাপ করার মাধ্যমে

ভবিষ্যতে না করার জন্য সংকল্প করা হয় তথা গায়ত্রী জপের দ্বারা নিজের সংস্কারকে শুদ্ধ-পবিত্র করা সম্ভব"

সন্ধ্যার প্রস্তুতিঃ প্রথমে জল দ্বারা শরীর পরিষ্কার করে শরীরের বাহ্য শুদ্ধি এবং রাগ-দ্বেষ ইত্যাদিকে ত্যাগ পূর্বক শান্ত হয়ে অন্তরের শুদ্ধি করা প্রয়োজন। উপাসনার শুরুর পূর্বে প্রথমে হাত দিয়ে মার্জন করতে হবে অর্থাৎ, পরমেশ্বরের ধ্যান বা উপাসনার সময় কোন প্রকার আলস্য যেন না আসে, সেজন্য মাথা এবং চোখের ওপর জলের ছিটা দিতে হবে। যদি আলস্য না আসে, তাহলে এসবের প্রয়োজন নেই। তারপর কমপক্ষে তিনবার প্রাণায়াম করতে হবে এবং প্রাণায়াম করার সময় **ওওম্** জপ করতে হবে। ডান হাতের তালুতে একটু জল নিয়ে নিম্নবর্ণিত মন্ত্রে তিনবার আচমন করতে হবে। আচমনে আলস্য দূর ও কণ্ঠনালির শ্লেষ্মা নিবারণ হয়। জলের অভাবে শুধু মন্ত্রপাঠ করলেও চলবে।

ওওম্ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংয়োরভিস্রবন্তু নঃ।। [যজুর্বেদ ৩৬।১২]

সরলার্থঃ হে জগদীশ্বর! যেরূপ আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ লাভের জন্য, পান করার জন্য দিব্যগুণযুক্ত জল আমাদের পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির জন্য কল্যাণকারী হয়, সেইরূপ আমাদের ওপর সর্বদা সুখের বর্ষণ করো।

আচমনের পরে ইন্দ্রিয়স্পর্শ, মার্জন, প্রাণায়াম অঘমর্ষণ, উপস্থান মন্ত্র পাঠের পরবর্তীতে উপাসনার বাধ্যতামূলক ধাপ গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ।

ওওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ [যজুর্বেদ ৩৬।৩]

অর্থঃ পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক এবং সুখস্বরূপ। জগৎ উৎপাদক দিব্যগুণযুক্ত পরমাত্মার সেই বরণীয় শুদ্ধ বিজ্ঞানময় স্বরূপকে আমরা সদা প্রেম ও ভক্তিপূর্বক ধ্যান করে নিজেদের আত্মাতে ধারণ করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সকল মন্দকর্ম থেকে পৃথক করে সদা উত্তম কর্মে প্রবৃত্ত করেন।

শেষে সকল কর্ম ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করে নমস্কার মন্ত্রের মধ্য দিয়ে উপাসনা সমাপ্ত। ধাপসমূহ বিস্তারিত জানতে পারেন, স্বাধ্যায় প্রকাশনী প্রকাশিত **"বৈদিক নিত্যকর্মবিধি"** বই থেকে।

আমাদের আদর্শ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দ্বিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ ও উপাসনা

যারা সুমহান আর্য সভ্যতার অবিচল অনুসরণকারী এবং বেদবিহিতভাবে উপাসনা, নিত্যকর্ম করে, তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণে সন্ধ্যা-উপাসনা করেন। কিন্তু সনাতন সমাজে উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্ন তারতম্য দেখা যায়। একেক জন একেক ভাবে, একেক মন্ত্রে সকালে এবং সন্ধ্যায় উপাসনা করে। যেখানে অন্যান্য সকল ধর্মে সব মানুষ একসাথে প্রার্থনা করে একই নিয়মে সেখানে সনাতনদের মধ্যে এরকম তারতম্য কেন? শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হিসেবে পরিচিত বৈষ্ণব ভাইবোনরা মালা জপ করেন এবং কীর্তন করে থাকেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণ নিজে কীভাবে উপাসনা করতেন? সকল সনাতন ধর্মালম্বীদের সেভাবেই উপাসনা করা সম্মত যেভাবে একদম আদিকাল থেকেই সকল সনাতনীরা উপাসনা করতেন। এই উপাসনা পদ্ধতি পবিত্র বেদেই লিপিবদ্ধ "দ্বিসন্ধ্যা" উপাসনা। বৈদিক সভ্যতার প্রাণপুরুষ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বা মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভোর এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যা করা, যজ্ঞ করা, সূর্য নমস্কার করার কথা স্বয়ং মহাভারতেই লেখা আছে। আমরা মহাভারতের **উদ্যোগ পর্বের ভগবৎয়ান পর্বাধ্যায়ের ৮২ নং অধ্যায়ে** দেখতে পাই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যেদিন হস্তিনাপুরে রওনা হবেন সেদিন একদম ভোরে সূর্যোদয়ের সময় ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠলেন, যেদিন ছিল শরতের অন্তের ঋতু, কৌমুদ তথা কার্তিক মাস এবং রেবতী নক্ষত্র- অর্থাৎ মৈত্র বা ব্রাহ্মমুহূর্তে,সূর্য যখন উদিত হচ্ছে... শরতের শেষে কার্তিক মাসে তখন হালকা কুয়াশা পড়ছে,প্রচুর ফসল তখন মাঠে-ক্ষেতে। ব্রাহ্মণদের,ঋষিদের মঙ্গলময় ভোরের প্রার্থনার বাণী তখন শোনা যাচ্ছিল [সেই যুগে ঋষিরা, ব্রাহ্মণগণ ভোর হতেই সমবেত প্রার্থনার মধুর ধ্বনিতে চারিদিক মাতিয়ে তুলতেন, তার প্রমাণ]। তিনি স্নান করলেন, শুদ্ধ বস্ত্রালংকারে ভূষিত হলেন, সূর্য [সূর্য নমস্কার] ও অগ্নি [যজ্ঞ] উপাসনায় প্রাতকৃত্য সম্পন্ন করলেন।

সকলের মঙ্গল কামনায় অগ্নি প্রদক্ষিণ করলেন [যজ্ঞ] এবং ব্রাহ্মণদের নমস্কার করলেন। **[মহাভারত ৫।৮২।৬-৯]**

এরপর তিনি সকাল হতে রথে উপবেশন করে রওনা হলেন হস্তিনাপুরের দিকে। এভাবে চলতে চলতে - সূর্য রশ্মি আস্তে আস্তে অনুজ্জ্বল হয়ে এল,লোহিত হয়ে উঠল আদিত্য [সন্ধ্যা হয়ে এল], রথ বৃকস্থল গ্রামে [পাণ্ডবরা যে ৫ টি গ্রাম দুর্যোধন থেকে চেয়েছিলেন তার একটি, বর্তমানে হরিয়ানার গুরগাঁও] এসে পৌঁছাল। তখন তিনি সন্ধ্যাপোসনার জন্য রথ থামালেন এবং যথাবিধি সন্ধ্যাপোসনা সম্পন্ন করলেন। **[মহাভারত ৫।৮৪।২০-২২]**

একইভাবে **মহাভারত শান্তিপর্বের ৫২।৭** এ আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে গায়ত্রী জপ করছেন, বৈদিক পদ্ধতিতে সন্ধ্যা করে হোমযজ্ঞ করছেন - মহাবাহু কৃষ্ণ শয্যা থেকে উঠে স্নান করে হস্তযুগল সংযোজন করে [নমস্কার ভঙ্গিতে] গায়ত্রী জপ করলেন [প্রাতঃসন্ধ্যা], হোমাগ্নি করলেন।

ঠিক একইভাবে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামকেও রামায়ণে বেশ কয়েকটি স্থানে বৈদিক সন্ধ্যাপোসনা, যজ্ঞ, মহামন্ত্র গায়ত্রী জপ এবং ধ্যান করতে দেখা যায়। যেমন **আদিকাণ্ড ২৩।১-৩** এ ঋষি বিশ্বামিত্র ভোর বেলায় ঘাসের উপর ঘুমন্ত শ্রী রাম ও শ্রী লক্ষণকে ডেকে দিচ্ছেন সান্ধ্যবন্দনা করার জন্য বলছেন, অর্থাৎ মুনি বিশ্বামিত্র ঘাসের উপর ঘুমিয়ে থাকা দুই ভাইকে ডেকে তুললেন এই বলে, হে কাকুৎস্থ [সূর্য বংশীয় প্রাচীন রাজা] এর বংশধর ! ওঠো। কৌশল্যা সৌভাগ্যিনী তোমার মত পুত্র পেয়ে, ওঠো। **কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্** - প্রাতঃকালীন কর্তব্যকর্ম সন্ধ্যা উপাসনা করতে হবে। তখন কী হলো ? **স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্** - ঋষির স্নেহপূর্বক কথা শুনে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব, নৃপতি রাম উঠলেন, আচমন করলেন এবং গায়ত্রী মন্ত্রে জপ ও ধ্যান করলেন।

তাই আসুন আমাদের মহান পথ প্রদর্শক শ্রী রাম ও শ্রী কৃষ্ণের আদর্শে জীবন গড়ে তুলি, বৈদিক সন্ধ্যা পদ্ধতিতে নিজেদের সুশৃঙ্খল করে তুলে মহামন্ত্র গায়ত্রী জপ, যজ্ঞ, ধ্যানাদি করি।

আমরা কতটুকু গীতা মেনে চলছি ?

আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রী অর্জুনের শঙ্কা নিবারণে যে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেছিলেন তা-ই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । খ্রিষ্টপূর্ব ৩০৬৭ অব্দের ২২ নভেম্বর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদীয়মান অবস্থায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রদত্ত হয় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের অংশ হয়েও বৈদিক তত্ত্ব প্রকাশে অনস্বীকার্য । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদাদির সাররূপে প্রসিদ্ধ । তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা বেদ - উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্রের অনুকূলেই করতে হবে । শ্রীভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য করে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন সেই গীতোপদেশ আমরা কি অনুসরণ করছি ? প্রতিনিয়ত যে স্বীয় ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের কথা বলি প্রকৃতপক্ষে গীতায় ভগবান কি বলেছেন আমরা কি তা আদৌ মানি ? আসুন দেখি -

🍁 বেদই ব্রহ্ম থেকে এসেছে ও কর্মও বেদ থেকেই প্রদত্ত

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩/১৫

অর্থ:- কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। বেদ অবিনাশী অক্ষর [ক্ষয় রহিত পরমাত্মা] থেকে উৎপন্ন। সেজন্য সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিত্য (সবসময়) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

🍁 শাস্ত্রবিধি মেনে চলতে হবে, স্বেচ্ছাচার করা যাবে না

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ১৬/২৩

অর্থ:- যে মানুষ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে কামনার বশীভূত হয়ে কর্ম করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না; পরমগতিও প্রাপ্ত হয় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ১৬/২৪

অর্থ:-সেইজন্য এই কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ হোক। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ জেনে এই সংসারে কর্ম করা উচিৎ।

🍁 মন্ত্রসমূহের মধ্যে গায়ত্রীই মহামন্ত্র

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ১০/৩৫

অর্থ:- আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দসমূহ (মন্ত্রের) মধ্যে গায়ত্রী[1] । মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস, ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু আমিই হই।

🍁 পরমাত্মার অবিনাশী নাম ' ওঙ্ম্' ই স্মরণ করতে হবে ও জপ করতে হবে

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ৮/১১

অর্থ:- বেদবিদগণ যে সচ্চিদানন্দঘন রূপ পরমপদকে অক্ষর নামে অভিহিত করেন, আনাসক্ত যত্নশীল মানুষেরা যাতে প্রবেশ করেন আর যে পরমপদকে পাওয়ার ইচ্ছা করে ব্রহ্মচর্যের আচরণ করেন–সেই পরমপদটি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।

কঠ উপনিষদে (১/২/১৬) বলা হয়েছে – 'এই অক্ষরই ব্রহ্ম।' মাণ্ডুক্য উপনিষদের ১ম শ্লোকে বলা হয়েছে – 'এই সমস্ত জগতেই 'ওম্' এই অক্ষরস্বরূপ।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মুর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ৮/১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৮/১৩

অর্থ:- যে মানুষ সকল ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে ও প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করে যোগে স্থিত হয়ে 'ওঁ'–এই এক অক্ষররূপ ব্রহ্মকে উচ্চারণ পূর্বক আমাকে স্বরণ করে দেহকে ত্যাগ করে যায়, সেই মানুষ পরম গতিকে প্রাপ্ত করে।

🍁 ওম্ উচ্চারণ করেই কাজ করতে হবে

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরাঃ ॥ ১৭/২৩

অর্থ:- ওঁ তৎ সৎ–এইরূপ তিন প্রকারে ব্রহ্মের নাম বলা হয়েছে। তাঁর দ্বারা সৃষ্টির শুরুতে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসমূহ নির্মিত হয়েছে।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৭/২৪

অর্থ:- সেইজন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণকারী মানুষেরা সর্বদা "ওঁ" উচ্চারণ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা আরম্ভ করেন।

বেদ দ্বারাই পরমেশ্বরকে জানতে হবে

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫/১৫

অর্থ:- আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত আছি। আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন(হয় এবং সকল বেদ দ্বারা আমিই জানার যোগ্য । আমিই বেদান্তের কর্তা এবং বেদের জ্ঞাতা।

বেদজ্ঞ কে ?

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫/১

অর্থ:- শ্রীভগবান বললেন- (বেদজ্ঞরা) এক শাশ্বত অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলে থাকেন যার মূল ঊর্ধ্বে এবং শাখাপ্রশাখা নিম্ন দিকে, বেদসমূহ যার পাতা; যিনি তা জানেন, তিনি বেদজ্ঞ।

অশ্বত্থ মূলত সংসারের রূপক অর্থে বলা হয়েছে। বিশ্বসংসার এই অশ্বত্থ গাছের মত। যার মূল উপরের দিকে এবং পাতা নিচের দিকে ঝুলে থাকে। এর ল্যাটিন নাম "ফিকাস রিলিজিওসা"। কঠ উপনিষদে (২/৩/১) বলা হয়েছে- 'এই যে সংসার-বৃক্ষ, এটি অশ্বত্থের মত অনিত্য। সর্বোচ্চ ব্রহ্মরূপ থেকে এর উৎপন্ন, এর শাখা গুলো জীবরূপ নিম্নদিকে বিস্তৃত। এটি সনাতন অর্থাৎ প্রবাহক্রমে নিত্য। যিনি এই সংসার বৃক্ষের মূল তিনিই ব্রহ্ম।' বেদও এই সংসাররূপ বৃক্ষের প্রধান শাখা এবং পাতাস্বরূপ। বেদবিহিত কর্ম দ্বারাই সংসারের বৃদ্ধি ও রক্ষা হয়। যিনি এগুলো জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

ঈশ্বরই যজ্ঞের প্রণেতা

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ৩/১০

অর্থ:-সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞ সহ প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন– তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদের প্রিয় হোক।

যজ্ঞ অর্থ পঞ্চমহাযজ্ঞ - https://www.agniveerbangla.org/2022/12/blog-post_3.html

যজ্ঞ দ্বারাই আমাদের সমৃদ্ধি হবে

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ৩/১১

অর্থ:-এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাদেরকে [পিতা-মাতা আদি পঞ্চদেবতা ও প্রাকৃতিজ জড় দেব পরিবেশের বিশুদ্ধতার জন্য] সংবর্ধনা [সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এমন] করো। সেই দেবতারা তোমাদের প্রীতি সাধন করবেন; এভাবে পরস্পর প্রীতি সম্পাদন করলে পরম মঙ্গল লাভ করবে।

যজ্ঞ না করে যে খায় সে চোর

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ৩/১২

অর্থ:- যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবতাগণ তোমাদের অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। তাঁদের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু তাঁদের উৎসর্গ না করেই যে ভোগ করে সেই ব্যক্তি নিশ্চই চোর।

এই পরমাত্মাই সমস্তকিছু। তাই দেবতাদের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু পরমাত্মাই দান করেন। সেজন্য দেবতাদের উৎসর্গ করেই সবকিছু ভোগ করা উচিৎ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩/১০/৬) বলছে- ‘আমি অন্ন, আমি অন্নভোক্তা; যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করে স্বয়ং ভোজন করে, আমি তাঁকে ভক্ষণ (বিনাশ) করি।’

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেই পাপপ্রবৃত্তি থেকে মুক্তি হয়

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ৩/১৩

অর্থ:-(১৩) যজ্ঞে অবশিষ্ট অন্নের ভোগকারী শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। আর যে পাপী (শুধুমাত্র) নিজের শরীর পালনের জন্য পাক করে তারা তো পাপকেই ভোজন করে।

এখানে **‘যজ্ঞ’** শব্দে **পঞ্চমহাযজ্ঞ** বুঝানো হয়েছে। **১। ব্রহ্মযজ্ঞ** (শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সন্ধ্যোপাসনা), ২। **দেবযজ্ঞ** (হবন অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে যে যজ্ঞ করা হয়), ৩। **পিতৃযজ্ঞ** (পিতা-মাতা সহ গুরুজনদের শ্রদ্ধার সাথে সেবা করা), **৪। অতিথিযজ্ঞ** (ধর্মাত্মা অতিথিদের সেবা করা), **৫। ভূতযজ্ঞ** (প্রাণীদের সেবা করা) –এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর অবশিষ্ট অন্ন ভোগকারী পাপপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞাত পাপমুক্ত হয়।

🍁 যজ্ঞ, দান, তপস্যা ত্যাগ করা উচিৎ নয়

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ১৮/৫

অর্থ: যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়, এগুলো অবশ্যই কর্তব্য। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা—এই তিনটিই মনীষীদের পবিত্রকারী হয়।

বাচনিক তপস্যা আমাদের করতে হবে

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৭/১৫
অর্থ:- যা অনুদ্বেগকর, প্রিয় ও হিতকর, সত্য বাক্য এবং স্বাধ্যায়ের অভ্যাসই বাচনিক তপস্যা বলা হয়।

তামসিক যজ্ঞ থেকে দূরে থাকি

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৭/১৩
অর্থ:- শাস্ত্রবিধিহীন, অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণারহিত, শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক বলা হয়।